দৈনিক খবর

তারিখ ... 20 JUL 1990
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের রিপোর্ট

কিছু বিষয়ে প্রচলিত কোর্স বিলোপ করার সুপারিশ

।। সাহেদ হোসেন চৌধুরী ।।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার কোন কোন বিষয়ে প্রচলিত ৩ বছরের অনার্স কোর্স এবং ২ বছরের পাস কোর্সের বর্তমান বিধান বিলুপ্ত করে একটি সাধারণ কোর্স চালু করার সুপারিশ করেছে।

সরকারের কাছে দেয়া এক মূল্যায়ন রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এ সুপারিশ করে বলেছে, নির্ধারিত কোন একক বিষয়ে শিক্ষা পদ্ধতির চেয়ে এক সাথে অনেক বিষয়ে শিক্ষার পদ্ধতি অধিক গ্রহণযোগ্য। এতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের সঠিক এবং সুন্দর বিকাশ ঘটে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশেও এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি

৭-এর পাতায় দেখুন

বিলোপ করার সুপারিশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অত্যন্ত সহায়ক। তা'ছাড়া এধরনের শিক্ষা পদ্ধতিতে লেখাপড়া করলে একজন শিক্ষার্থী ইচ্ছে করলেই যে কোন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য যে কোন সময় বৃত্তি গ্রহণ করতে পারবে।

কিন্তু বাংলাদেশে এখনও এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে উঠেনি। এমনকি এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি। বহু দিনের পুরানো ৩ বছর মেয়াদী সনাতনী অনার্স কোর্স ও ২ বছর মেয়াদী পাস কোর্সের মাধ্যমেই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা চলছে। এ পদ্ধতি এখন আর বলতে গেলে আধুনিক ও প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এর পরিবর্তে এখন প্রয়োজন ৩ বছর মেয়াদী একটি সাধারণ কোর্সের।

মঞ্জুরী কমিশন বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও অগ্রগতির পরিসংখ্যানে উদ্বেগ প্রকাশ করে তার রিপোর্টে আরো বলেছে, বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার হার জনসংখ্যার অনুপাতে যখন শতকরা ৪ ভাগ ঠিক তখন থাইল্যান্ডে এ হার শতকরা ১২ দশমিক ৫০ ভাগ, ভারতে ৮ দশমিক ৬ ভাগ এবং ইন্দোনেশিয়ায় ৬ দশমিক ৫০ ভাগ।

এই রিপোর্টে বলা হয়, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবছর ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে বড়জোর শতকরা ৩০ ভাগ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বিভাগে লেখাপড়া করছে। এদের মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে একেবারেই কম। তবে চাকরির ক্ষেত্রে একটা 'প্লাস পয়েন্ট' বলেই শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বিষয়ে পড়তে অধিক আগ্রহী।

রিপোর্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর এবং একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো আধুনীকি করণের লক্ষ্যেই সরকারকে এ ধরনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উচ্চ শিক্ষা খাতের জন্যে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পগুলোর ব্যাপক মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এ প্রস্তাব দিয়েছে। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব দেয়া হয়। যাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ডক্টরেট এবং এমফিল দেয়ার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এ ছাড়াও মঞ্জুরী কমিশন দেশে একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্যে সুপারিশ করেছে। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পায় না, কিংবা সুযোগ করে নিতে পারে না, এ ধরনের শিক্ষার্থীরা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে লেখাপড়া করতে পারবে। এ ছাড়াও দূরশিক্ষণ এবং প্রতিকূল পরিবেশে থাকায় বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে লেখাপড়ার সুযোগ করে নিতে পারবে।

দেশের উচ্চ শিক্ষা খাতকে আরো আধুনীকিকরণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় চালু করারও একটি প্রস্তাব দিয়েছে। মঞ্জুরী কমিশনের ধারণা, এতে স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে বেসরকারীভাবে গড়ে উঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হবে। এতে দেশে উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান বাড়বে এবং সেই সাথে আশানুরূপভাবে উচ্চ শিক্ষার হারও বাড়বে।

গত ৫ বছরে দেশের শিক্ষা খাতে ১ হাজার ১শ' ৬ কোটি ২৮ লাখ ৮৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এরমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা খাতে ৬৬ কোটি ৩৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। তবে টাকার এই অংক প্রতিবছরই কমিয়ে ব্যাপক কাটছাঁট করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, এই ৫ বছরের মধ্যে গত ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে দেশের শিক্ষা খাতে সব চেয়ে বেশী ৩শ' কোটি ৯৫ লাখ ১ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৯৮৫-৮৬ বছরে ১শ' ৮১ কোটি ৭২ লাখ ৮৬ হাজার টাকা, ১৯৮৬-৮৭ বছরে ২শ' ১৪ কোটি ৫৫ লাখ ৬৪ হাজার টাকা, ১৯৮৭-৮৮ বছরে ২শ' ৫১ কোটি ৪৪ লাখ ২২ হাজার টাকা এবং ১৯৮৮-৮৯ বছরে ২শ' ৫৭ কোটি ৬১ লাখ ১৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়।

সূত্রটি আরো জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা খাতে ১৯৮৫-৮৬ বছরে ১২ কোটি ৪২ লাখ ৭ হাজার টাকা, ১৯৮৬-৮৭ বছরে ১৫ কোটি ২৬ লাখ ৩৬ হাজার টাকা, ১৯৮৭-৮৮ বছরে ১৫ কোটি ৫০ লাখ ৩২ হাজার টাকা, ১৯৮৮-৮৯ বছরে ১২ কোটি ৭২ লাখ ৯৫ হাজার টাকা ও ১৯৮৯-৯০ বছরে ১০ কোটি ৪২ লাখ ৫৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এরমধ্যে ১৯৮৭-৮৮ বছরে সব চেয়ে বেশী অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এই সূত্রটি অভিযোগ করে বলেছে, দেশের শিক্ষা খাত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা খাতের জন্যে প্রতিবছর বরাদ্দকৃত অর্থের বেশীরভাগই কাটছাঁট করে কমিয়ে দেয়া হয়। অনেক সময় বরাদ্দকৃত অর্থের অর্ধেকও পাওয়া যায় না।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতের জন্যে গৃহীত প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ন শেষে সরকারের কাছে দেয়া এক রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ কাটছাঁট করা সম্পর্কে তার অভিমত জানিয়ে বলেছে, বিদেশ থেকে আশানুরূপ ঋণ না আসা এবং দেশীয় সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণেই মূলতঃ এই সংকট দেখা